দৈনিক
আমাদের সময়

25 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

মাতৃভাষায় শিক্ষাবঞ্চিত আদিবাসী শিশুদের কষ্ট

ইয়া আলিয়া ভাষাতে কাথা বকুরচা বানা

বিষ্ণু পদ রায়, পীরগঞ্জ *

শিশুরা নিজের মায়ের ভাষায় সহজে পড়া বুঝতে ও শিখতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য নেই তাদের নিজের ভাষায় কোনো পাঠ্যপুস্তক। ফলে এসব জনগোষ্ঠীর শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ থেকে। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় পড়া আয়ত্ত করতে প্রতিনিয়তই মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সম্প্রতি ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার কয়েকজন সাঁওতাল আদিবাসী শিশু শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি জানা যায়। উপজেলার হঠাৎপাড়া গ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র সুজন টুডু বলল, 'ইয়া আলিয়া ভাষাতে কাথা বকুরচা বানা' (তারা আমাদের ভাষা বলতে দেয় না)। সে আরও জানায়, স্কুলে বাংলা ভাষায় তাকে কথা বলতে শিক্ষকরা বাধ্য করেন। নিজেদের সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে দেন না।

একই গ্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী উমিত হাজদা জানাল, তিন ভাইবোনের মধ্যে সে সবার বড়। ছোট ভাই জিৎ হাজদা প্রাক-প্রাথমিকে পড়ছে। সে নিজেই স্কুলে ভালো করে বাংলায় পড়তে পারে না। ছোট ভাই তার কাছে বাংলা পড়া শিখতে চায়, কিন্তু সে শিখাতে পারে না।

দস্তমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী প্রতিমা হাজদা জানায়, স্কুলে যখন নতুন ছিল, তখন খুব কষ্ট হতো। এখন মোটামুটি পড়তে পারে। একই স্কুলের ছাত্রী শেমলী মার্ন্ডী জানাল, তাদের নিজেদের সাঁওতালি ভাষায় পড়ানো হলে এত কষ্ট হতো না। কারিতাস নামে একটি বেসরকারি সংস্থার স্কুলে কথা হয় মিনতি হাসদা নামে এক আদিবাসী শিক্ষিকার সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রথম প্রথম বাংলা পড়া বুঝতে আদিবাসী শিশুদের একটু সমস্যা হয়। পরে ধীরে ধীরে তারা ভালোভাবে বাংলা বলতে পারে। তবে আদিবাসী শিশুরা নিজেদের ভাষায় পড়ালেখা শিখলে তারা আরও ভালো করত বলে জানান এ শিক্ষিকা। বড়বাড়ি গ্রামের শিউলি কিসকু নামে এক অভিভাবক বলেন, বিদ্যালয়গুলোতে সাঁওতালি ভাষায় লেখাপড়া করালে ছেলেমেয়েরা এ ভাষা সম্পর্কে ভালো করে জানতে পারত।

২০১৭ সাল থেকে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের তালিকা করে পাঠানোর কথা জানালেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এটা অবশ্যই ভালো হবে। আদিবাসী শিশুরা যেমন তাদের ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারবে, তেমনি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।